কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন,
পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI)
জয়দেবপুর, গাজীপুর- ১৭০১

এবং

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (PKSF)
প্লট নং- ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭

এর মধ্যে

সমঝোতা স্মারক

ফেব্রুয়ারী---- ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳১০০ ৳১০০

কজ ৭৫০৪৮৩৬

ভূমিকা

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (PKSF) এর মধ্যকার এই সমঝোতা স্মারককে "BRRI ও PKSF সমঝোতা" বলে আখ্যায়িত করা হবে। সমঝোতাটি সাধারণ প্রকৃতির "বৃহৎ সমঝোতা" হিসেবে বিবেচিত হবে যার আওতায় ভবিষ্যতে প্রয়োজন মোতাবেক পারস্পরিক আলোচনা ও চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা হবে।

যৌক্তিকতা:

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশের সার্বিক কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণার মাধ্যমে এ যাবৎ ধান ফসলের মোট ৭৭ টি উন্নত জাত (৭৩ টি উফশী ও ৪ টি হাইব্রিড) ও ৭০ টির অধিক ধান ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

BRRI উদ্ভাবিত এই সব নতুন জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তিসমূহ দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের কৃষকগণ সফলতার সাথে ব্যবহার করে দেশের কৃষি উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছেন। কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের স্বার্থে BRRI উদ্ভাবিত উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সমূহ অতি দ্রুত কৃষকের নিকট হস্তান্তর করা অত্যন্ত জরুরি।
পক্ষান্তরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (PKSF) একটি "লাভের জন্য নয়" প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদ সরবরাহ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের আর্থিক ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে উভয় প্রতিষ্ঠান পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) একটি অলাভজনক সরকারি স্বায়ত্বশাসিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৭০ সালের ১ অক্টোবর বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। ধান ফসলের জাত উন্নয়ন, ধান উৎপাদন প্রযুক্তি, খামার পদ্ধতি উন্নয়ন, পোকা ও রোগ বালাই, সার এবং পানি ব্যবস্থাপনা, বীজ উৎপাদন, ফসল কর্তনোত্তর প্রক্রিয়াকরণ, ধানভিত্তিক কৃষিখামার যন্ত্রায়ন, ধানভিত্তিক শস্যক্রম উদ্ভাবন ও আর্থ-সামাজিক গবেষণা পরিচালনা করা BRRI এর অন্যতম প্রধান কার্যক্রম। BRRI দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের কৃষকদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকের ব্যবহারযোগ্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে।

অত্র প্রতিষ্ঠানের ১৯টি গবেষণা বিভাগ ও ৯টি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭টি গবেষণা কর্মসূচি দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের প্রয়োজনের আলোকে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। অত্র ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, সম্প্রসারণ কর্মী এবং প্রযুক্তি ব্যবহারকারী কৃষকদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

২৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳১০০ ৳১০০

কজ ৭৫০৪৮৩৭

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (PKSF)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (PKSF) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নিজস্ব সত্তা ও নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করার নিমিত্তে ১৯৯০ সালে কোম্পানী আইনের আওতায় একটি "লাভের জন্য নয়" সংস্থা হিসেবে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। PKSF দেশের একমাত্র শীর্ষ (Apex) অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের, বিশেষ করে পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদ সরবরাহ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের আর্থিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি PKSF ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছর থেকে সারা দেশের পল্লী এলাকার প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষি পরিবারের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কৃষি ভিত্তিক ঋণ এবং কৃষকদের চাহিদার ভিত্তিতে মৌসুমি ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছে। ঋণ ও অন্যান্য কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ফলে ঋণ কার্যক্রমকে আরও বেশি ফলপ্রসূ ও কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব বলেই ঋণ কার্যক্রম বহুমুখীকরণের নতুন পন্থা অনুসন্ধানে PKSF তার উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। PKSF সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমন: কৃষি উন্নয়ন, কৃষি সম্প্রসারণ, প্রাণি সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। PKSF সম্প্রতি কৃষি উন্নয়নে সামগ্রিক কার্যক্রমের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিক সংখ্যক সদস্যকে প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ এবং যথাযথ সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকের দোড়গোড়ায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিগুলো পৌঁছানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে PKSF দু'টি পৃথক কর্মপরিধির আওতায় 'কৃষি ইউনিট' এবং 'প্রাণিসম্পদ ইউনিট' শীর্ষক দু'টি স্বতন্ত্র ইউনিট স্থাপন করেছে। ইউনিট দু'টির আওতায় আধুনিক, লাগসই ও পরিবেশ বান্ধব কৃষিজ সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের সুযোগ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি কৃষি কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট গবেষণা, শিক্ষা, সম্প্রসারণ, বিপণন ও উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ, সমন্বয় ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে তাদের প্রদেয় সেবাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণে পিকেএসএফ বদ্ধপরিকর।

সমঝোতা স্মারকঃ

সমঝোতা স্মারকটি ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ রোজ বৃহস্পতি বার বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (PKSF)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।

সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য

নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয়:

১. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং সরবরাহকৃত সেবা বিশেষ করে উচ্চ ফলনশীল ধানের উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত কৃষক-জনগোষ্ঠীর নিকট সরবরাহ করে তাঁদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি PKSF এর সহযোগী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২. লক্ষ্যভুক্ত কৃষক-জনগোষ্ঠীর নিকট কাংখিত সেবা প্রদানে PKSF এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) কে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা।

সমঝোতা স্মারকের পক্ষসমূহঃ

সমঝোতা স্মারকের পক্ষদু'টির মধ্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) যার পূর্ণ ঠিকানা ব্রি, গাজীপুর সদর, গাজীপুর-১৭০১ এ সমঝোতা স্মারকে BRRI হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যা প্রথম পক্ষ বিবেচিত হবে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (PKSF) যার পূর্ণ ঠিকানা প্লট নং-ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ এ সমঝোতা স্মারকে PKSF হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যা দ্বিতীয় পক্ষ বিবেচিত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳১০০ ৳১০০

কজ ৭৫০৪৮৩৮

স্মারকের পক্ষদু'টির কর্মপরিধি ও দায়িত্বের শর্তাবলীঃ

সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পক্ষদু'টির সুনির্দিষ্ট দায়িত্বাবলী প্রণয়ন করা হলোঃ

প্রথম পক্ষের দায়িত্বসমূহ:

১. PKSF এর লক্ষ্যভুক্ত কৃষক-জনগোষ্ঠীকে দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলভিত্তিতে উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উৎপাদন পদ্ধতি, সংগ্রহ, সংরক্ষণ বিষয়ক লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও পরামর্শ সেবা প্রদানে সাহায্য করা।

২. ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাতসমূহের গুণগত মানসম্পন্ন বীজ, কৃষিখামার যন্ত্রপাতি (যেমন ড্রাম সিডার, এলসিসি ইত্যাদি) নির্ধারিত মূল্যে প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।

৩. আধুনিক পদ্ধতিতে ধানচাষ সংক্রান্ত সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা প্রদান সাপেক্ষে 'ধান চাষের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ' ও কারিগরী সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগী সংস্থার জনবলকে সহায়তা প্রদান করা।

৪. ধান উৎপাদনের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সংক্রান্ত বই, প্রতিবেদন, বুলেটিন, বুকলেট, লিফলেট, ফ্লিপচার্ট, অডিওভিজ্যুয়াল সামগ্রী ইত্যাদি সীমিত পরিসরে সরকারি নিয়মানুযায়ী PKSF, সহযোগী সংস্থা ও লক্ষ্যভুক্ত কৃষক-জনগোষ্ঠীকে প্রদান করা।

৫. PKSF ও সহযোগী সংস্থাকে ধানভিত্তিক প্রযুক্তির ফ্লিপচার্ট, পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদি প্রকাশনায় বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করা।

৬. সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলভিত্তিতে উপকারভোগীদের ধান চাষের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান করা।

দ্বিতীয় পক্ষের দায়িত্বসমূহ:

১. উপকারভোগী পর্যায়ে উচ্চ ফলনশীল ধানের উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণে প্রথম পক্ষকে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।

২. সহযোগী সংস্থা ও উপকারভোগীকে প্রথম পক্ষের উদ্ভাবিত প্রযুক্তির স্ব-নামে ব্যবহার করতে বা প্রযুক্তিস্বত্ব অক্ষুন্ন রাখতে সহায়তা করা।

৩. সহযোগী সংস্থার সমিতিভুক্ত উপকারভোগীর জমি ও বসতবাড়িতে উচ্চ ফলনশীল ধান উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রযুক্তি প্রদর্শনী বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

৪. দেশের বিভিন্ন কৃষি-পরিবেশ-অঞ্চলভিত্তিতে ধান চাষ সংক্রান্ত সফল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সহায়তা করা।

৫. PKSF এর চাহিদাকৃত ব্রি'র প্রকাশনাসমূহ বেশী হলে প্রকাশনার মুদ্রণ খরচ PKSF বহন করবে।

৬. প্রযুক্তি ও কারিগরী সহযোগিতার ক্ষেত্রে PKSF ব্রি'র সঙ্গে যৌথ প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে।

প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষের যৌথ দায়িত্বসমূহ:

১. উভয় পক্ষের কর্মকর্তাবৃন্দ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়ন, কর্মসূচির অভিঘাত মূল্যায়ন, মতবিনিময়/বাৎসরিক পর্যালোচনা/সমন্বয় সভা আয়োজন এবং প্রয়োজনে নতুন নতুন সহযোগিতার ক্ষেত্র নির্ধারণ করা।

২. উপর্যুক্ত দায়িত্বাবলী ছাড়াও উভয় পক্ষ পারস্পরিক আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রমের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বাবলী পালন করবে।

সমঝোতা স্মারক এর স্থায়িত্বকাল:

এ সমঝোতা স্মারক, স্বাক্ষরের তারিখ হ'তে কার্যকর হবে এবং প্রাথমিক ভাবে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। যদি এ স্মারক উভয় পক্ষের সম্মতিতে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করা না হয় তাহলে এ সমঝোতা স্মারকে উল্লিখিত তারিখের (৩০ জুন ২০১৭) পরও এ সমঝোতা বলবৎ থাকবে।

সমঝোতা স্মারকের পরিবর্তন (Modification):

সমঝোতা স্মারকের শর্তাবলী প্রয়োজনে উভয় পক্ষের সম্মতিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করা যাবে। যে কোন পক্ষ তিন মাসের অগ্রিম নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে এ সমঝোতা স্মারক বাতিল করতে পারবে।

এ সমঝোতা স্মারক ঐকমত্য হয়ে সজ্ঞানে সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করা হল।

প্রথম পক্ষ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)
(BRRI) গাজীপুর এর পক্ষে

(ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস)
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

দ্বিতীয় পক্ষ
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (PKSF)
আগারগাঁও, ঢাকা এর পক্ষে

(ড. জসীম উদ্দিন)
উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
Dr. Md. Jashim Uddin
Deputy Managing Director
Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

সাক্ষী (প্রথম পক্ষ)

১। ড. মোঃ শাহজাহান কবীর
পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা)
চলতি দায়িত্ব
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

২। 25 Feb 2016
Dr. Md. Ansar Ali
Director (Research) Current Charge
Bangladesh Rice Research Institute

সাক্ষী (দ্বিতীয় পক্ষ)

১। 25.2.2016
Dr. Sharif Ahmed Chowdhury
Deputy General Manager (Livestock)
Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

২। ২৫|২|২০১৬
তানভীর সুলতানা
ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম)
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)